তারিখ • 08 APR 2016 ......
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৬......

আমাদেরসময়

ব্লগার নাজিম হত্যায় উত্তাল জবি

তনু হত্যাকাণ্ড আড়াল করতে এই হত্যা : ইমরান সরকার
জাতিসংঘের নিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদক ও জবি প্রতিনিধি ● মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই 'হত্যা-আতঙ্কে' ভুগছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) আইন বিভাগের ছাত্র অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ও গণজাগরণ মঞ্চের নেতা নাজিমুদ্দিন সামাদ (২৭)। ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে অনলাইনে লেখালেখি, গণজাগরণ মঞ্চের পক্ষে ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার থাকায় বেশ কয়েকবার হুমকিরও শিকার হন তিনি। হামলার আশঙ্কার কথা এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

ব্লগার নাজিম হত্যায় উত্তাল জবি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) জানিয়েছিলেন শিক্ষক, বন্ধু ও প্রিয়জনদের কাছে। আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুকেও। শেষমেশ তার সেই আশঙ্কাই সত্যি হলো।

মুক্তমনা লেখক-ব্লগারদের মতো প্রায় একই কায়দায় গত বুধবার রাতে সূত্রাপুরের একরামপুর মোড় এলাকায় দুর্বৃত্তদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হন নাজিমুদ্দিন। উগ্রপন্থিরা নাজিমকে হত্যা করেছে বলে তার সহপাঠীরা সন্দেহ করলেও পুলিশ এখনো বিষয়টি নিশ্চিত করেনি। এ ঘটনায় সূত্রাপুর থানার এসআই নূরুল ইসলাম বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ৪/৫ জনকে আসামি করে গতরাতে একটি মামলা করেন। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা ছাড়া ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। ঘটনা তদন্তে নাজিমের গ্রামের বাড়ির কোনো দ্বন্দ্ব এবং ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে অনলাইনে লেখালেখির কারণে উগ্রপন্থীদের আক্রোশ– এ দুটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তদন্ত সংশ্লিষ্টরা। এদিকে নাজিমুদ্দিন হত্যাকাণ্ডের ঘটনার জাতিসংঘের পক্ষ থেকে নিন্দা জানানো হয়েছে। গতকাল এক বিবৃতিতে তদন্তের মাধ্যমে এই হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক রবার্ট ওয়াটকিনস। তিনি বলেন, অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট হত্যায় মাঝে ছেদ পড়লেও গত বুধবারের হামলায় প্রতীয়মান হচ্ছে, বাংলাদেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণের ক্রমবর্ধমান প্রবণতার অংশ হিসেবেই নতুন এই হত্যাকাণ্ড। ঝুঁকির মুখে থাকা অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টদের 'পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত' করতে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানান জাতিসংঘের এই প্রতিনিধি।

অন্যদিকে নাজিমুদ্দিন হত্যার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছে জবি ক্যাম্পাস। গতকাল সকাল ৯টা থেকে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করে। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে জড়ো হতে থাকেন তারা। এ সময় সাধারণ শিক্ষার্থীদের সমাবেশে সংহতি প্রকাশ করে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা। পরে সাড়ে ১১টার দিকে জোটবদ্ধ হয়ে প্রশাসনিক ভবন থেকে মিছিল নিয়ে কলাভবন প্রদক্ষিণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে সামনে অবস্থান নেন। এক পর্যায়ে সেখানে টায়ার জ্বালিয়ে সদরঘাট-গুলিস্তান সড়ক অবরোধ করে রাখে তারা। অবরোধকালে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা আশপাশের কিছু দোকানপাটও ভাঙচুর করে। পরে পুলিশ এসে বাধা দিলে তারা আবার প্রশাসনিক ভবনের সামনে ফিরে আসে। সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে তারা নাজিমুদ্দিন হত্যার প্রকৃত খুনিদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায়। একই সঙ্গে আগামী শনিবারের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে পরের দিন রোববার প্রত্যেক বিভাগে তালা ঝুলিয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে ধর্মঘট পালনের ঘোষণা দেন প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতারা। পরে দুপুর দেড়টার দিকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নিয়ে ক্যাম্পাসে ফিরে আসেন। গতকাল মিটফোর্ড হাসপাতালে নাজিমুদ্দিনের লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পরিবারের সদস্যরা ঢাকায় না পৌঁছানোয় হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় কোনো মামলা হয়নি। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তবে এর সঙ্গে জড়িত কাউকে এখনো আটক করতে পারেনি পুলিশ। নাজিমের গ্রামের বাড়ি সিলেটে কোনো দ্বন্দ্ব এবং ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে অনলাইনে লেখালেখির কারণে উগ্রপন্থিদের আক্রোশের বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তদন্ত সংশ্লিষ্টরা। এছাড়া নাজিমুদ্দিনের রাজনৈতিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কোনো দ্বন্দ্বে এ ঘটনা ঘটেছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। থানা পুলিশের পাশাপাশি ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ এ ঘটনায় ছায়া তদন্ত করছে বলে জানা গেছে।

নাজিম ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে অনলাইনে লেখালেখিতে সক্রিয় ছিলেন। নিজের ফেসবুক পাতায় তিনি সিলেট জেলা বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব পরিষদের তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক হিসেবে উল্লেখ রেন। তিনি সিলেট গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলনের সক্রিয় ংগঠক ছিলেন বলেও জানিয়েছেন তার বন্ধুরা।

নাজিমের কয়েকজন বন্ধু আমাদের সময়কে জানান, নাজিম নলাইনে ধর্মান্ধতার বিরোধিতা ছাড়াও রাজনৈতিক-সামাজিক স্যুতেও সোচ্চার ছিলেন। এমনকি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগেরও মালোচনা করতেন। গত ২ এপ্রিল এক পোস্টে নাজিম আওয়ামী লামা লীগ নিয়ে লেখেন, 'আওয়ামী ওলামা লীগ' আর 'বঙ্গবন্ধুর নসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ' দুই বিপরীত মেরুর দুই বাসিন্দা। লামা লীগ কখনোই বাহাত্তরের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান চায়নি এবং াইবে না। এছাড়া নিহত হওয়ার আগে এক মাওলানার নারীবিদ্বেষী ওয়াজের অভিযোগসম্বলিত ভিডিও শেয়ার করে তার সমালোচনা করেছিলেন তিনি।

নাজিম তার ফেসবুক পাতায় দেশের আইনশৃঙ্খলা অবনতি নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন। তার স্ট্যাটাসের নিচে আজহারুল ইসলাম শামে [illegible] লেখেন, 'তোমার জন্য ভয় হয় নাজিম। এবং সাবধানে থাকো। দেখতেই তো পাচ্ছ কী হচ্ছে। সাবধানে থেকো।' জবাবে নাজিমুদ্দিন লেখেন, 'ভয় আমার নিজেরও হয় স্যার। অকালে মরে যাওয়ার ভয়। কিন্তু কী করব স্যার। মাথা নত করে চুপ হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে এ মরণই বোধ হয় ভালো।'

তদন্ত সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, সাম্প্রতিক মাসগুলোয় ধর্মান্ধতাবিরোধী ব্লগার, লেখক, প্রকাশক ও অ্যাক্টিভিস্টদের ওপর চালানো আক্রমণ ও হত্যার ধরনের সঙ্গে নাজিম হত্যার ধরনের মধ্যে বেশ মিল রয়েছে। তাছাড়া এই হত্যাকাণ্ডও ছিল অত্যন্ত পরিকল্পিত। ৪-৫ জন আগে থেকেই ওই এলাকায় ওত পেতে ছিল। নাজিম গলিতে আসামাত্রই প্রথমে তাকে কুপিয়ে জখম করে। মাটিতে পড়ে গেলে পরে গুলি করা হয়। এক থেকে দেড় মিনিটের মধ্যে কিলিং মিশন শেষ করা হয়।

নিহতের বন্ধু ও স্থানীয়দের বরাত দিয়ে সূত্রাপুর থানার ওসি তপন চন্দ্র সাহা জানান, দুই মাস আগে সিলেট থেকে ঢাকায় আসেন নাজিমুদ্দিন। গেন্ডারিয়ার একটি ম্যাচে বন্ধুদের সঙ্গে থেকে জবিতে আইন বিভাগে সান্ধ্যকালীন এলএলএম কোর্সে পড়াশোনা করতেন। বুধবার রাতে ক্লাস শেষে বন্ধু সোহেলসহ বাসায় ফিরছিলেন। লক্ষ্মীবাজারের ঋষিকেশ দাস লেনের একরামপুর মোড়ে আসতেই পেছন থেকে মোটরসাইকেল আরোহী ৪-৫ জন যুবক ধারালো অস্ত্র দিয়ে নাজিমুদ্দিনের মাথার ডানপাশে আঘাত করে ও গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। এ সময় জীবন বাঁচাতে বন্ধু সোহেল পালিয়ে যান। হত্যাকাণ্ডের ধরন দেখে মনে হচ্ছে খুনিরা পেশাদার ও পরিকল্পিতভাবেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। তার মাথার খুলি ডান পাশ থেকে আলাদা হয়ে গেছে। তাকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে তা ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন এলে বলা যাবে। এ ঘটনায় কোনো মামলা হয়নি। সিলেট থেকে নাজিমের পরিবারের সদস্যরা ঢাকায় এলেই মামলা করা হবে বলেও ওসি জানান। ওসি আরও জানান, ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মোবাইল ফোনসহ বেশ কিছু আলামত জব্দ করা হয়েছে। ঘটনার সময় ওই স্থানে সচল শতাধিক মোবাইলের কললিস্ট যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। সোহেল এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি হামলাকারীদের কাউকে চিনতে পেরেছেন কিনা জানার চেষ্টা চলছে।

ডিএমপির ডিসি সৈয়দ নুরুল ইসলাম জানান, ধারণা করা হচ্ছে হত্যাকাণ্ডটি পরিকল্পিত ও প্রতিশোধের জের ধরে ঘটেছে। ঘটনাস্থল থেকে এক রাউন্ড গুলির খালি খোসা উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো কাউকে শনাক্ত কিংবা আটক করা যায়নি।

নাজিমের সহপাঠী আরেফিন, মঞ্জুরুল, সেতু ও তাওহীদ জানান, বুধবার বিকাল চারটার দিকে ক্লাস করতে আসেন নাজিম। হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে ক্লাস শেষ করেন রাত ৮টায়। ক্লাস শেষে ক্যাম্পাস এলাকার একটি টং-দোকানে বসে পাঁচ বন্ধু মিলে চা পান শেষে ৮টা ১৫ মিনিটে মেসের উদ্দেশে রওনা করেন। আড্ডার সময় নাজিম বন্ধুদের বলেন, অনেকদিন গ্রামের বাড়ি যাওয়া হয় না। কাল সিলেটে যাব। এরপর বন্ধু সোহেল ও নজিবকে নিয়ে পায়ে হেঁটেই মেসের উদ্দেশে রওনা হন। পথে দুর্বৃত্তের হামলার শিকার হন।

মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা হয়েছিল নাজিমুদ্দিনের। বলেছিলেন, প্রিয় ভাগ্নের সাইকেল কিনে বৃহস্পতিবার বাড়ি যাবেন। কিন্তু ভাগ্নেকে আর সাইকেল কিনে দেওয়া হলো না নাজিমের। সিলেটের বিয়ানীবাজারের ভোরাউট গ্রামের ছেলে নাজিম ৫ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে ছিলেন চতুর্থ। ভাইদের মধ্যে দুজন যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সে রয়েছেন। বাবা আব্দুস সামাদ বেঁচে নেই, ষাটোর্ধ্ব মা তরুন্নেসাও শয্যাশায়ী।

নাজিমের বোন পারুল জানান, বুধবার বিকালে নাজিমের সঙ্গে কথা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার বাড়িতে আসার কথা ছিল। আমার ছোট ছেলের জন্য সাইকেল নিয়ে আসবে বলেছিল। এর কয়েক ঘণ্টা পরই হামলার খবর পান তিনি। রাত ৮টার দিকে নাজিমের মোবাইল নম্বর থেকেই হামলার কথা জানানো হয়। নাজিম বাড়ি এলে নিজেও নামাজ পড়ত, সবাইকে নামাজ পড়ার জন্য উৎসাহ দিত। তবে অনলাইনে বা ফেসবুকে লেখালেখি করতেন কিনা? তা জানতেন না পারুল। তাদের প্রবাসী ভাই বদরুল লন্ডন থেকে দেশে আসার পর লাশ দাফন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী সোহাগী জাহান তনু হত্যা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনা থেকে মানুষের দৃষ্টি সরাতেই নাজিমউদ্দিন সামাদকে হত্যা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ইমরান এইচ সরকার। তিনি বলেন, তনু হত্যার বিচারের দাবিতে মানুষ যখন সোচ্চার, তখন মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য একটি পক্ষ সুপরিকল্পিতভাবে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর শাহবাগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নাজিমউদ্দিন সামাদের হত্যার প্রতিবাদে আয়োজিত মশাল মিছিলপূর্ব সমাবেশে ইমরান এসব কথা বলেন।

সরকারের উদ্দেশে ইমরান এইচ সরকার বলেন, একের পর এক হত্যাকাণ্ডের দায় আনসারুল্লাহ বাংলা টিম, রহিম উদ্দিন-করিম উদ্দিনের নামে দিয়ে যাবেন, আর আমরা আপনাদের পড়ানো স্ক্রিপ্ট গলাধঃকরণ করব, তা আর হবে না। যারাই এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে থাকুক না কেন, তাদের বিচার করতে হবে। তিনি বলেন, যদি আপনারা মনে করেন, কোনো উগ্রবাদী গোষ্ঠী এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে আছে, তাহলে তাদের ধরে আপনাদের প্রমাণ করতে হবে। আপনারা বারবার একই কথা বলে যাবেন আর আমাদের ভাইবোনেরা হত্যার শিকার হবে, আমরা তা মেনে নেব না। ইমরান বলেন, এমনকি অদ্ভুত জিনের আছর পড়ল বাংলাদেশে, যে একটার পর একটা অঘটন ঘটেই চলছে। কিন্তু কোনো ঘটনার [illegible] খুঁজে পাচ্ছেন না। আপনারা এটা খেলা পেয়েছেন? একটার পর একটা ঘটনা ঘটবে আর আপনারা নানা ধরনের গান হাজির করবেন, সংবাদ সম্মেলন করবেন। একদিন বলবেন আনসারুল্লাহ বাংলা, আরেক দিন বলবেন জেএমবি, আরেক দিন বলবেন এদের কেউ না, অন্য কোনো গোষ্ঠী। এসব বলে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দেবেন, সেটা হবে না।

সমাবেশের পরে চলমান হত্যাকাণ্ড ধামাচাপা দেওয়ার প্রতিবাদে আজ শুক্রবার বিকাল চারটায় শাহবাগে সংহতি সমাবেশ করার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সন্ধ্যা ৬টায় ঘটনার প্রতিবাদে একটি মশাল মিছিল বের হয়।